بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাষ্ট্র

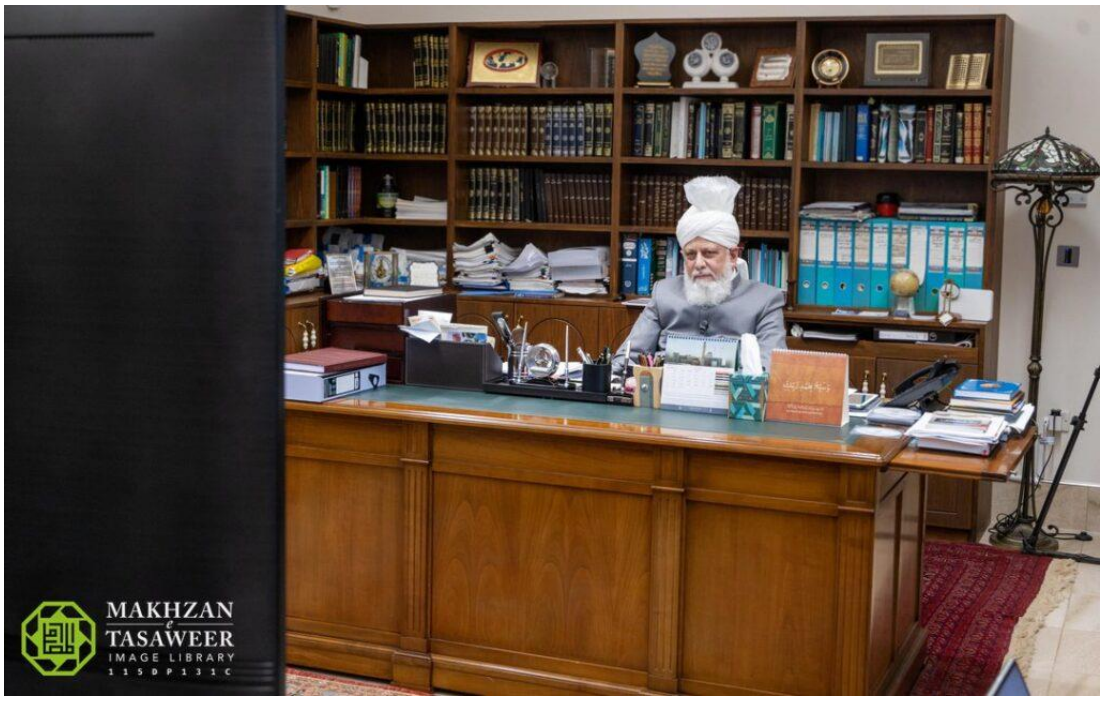

২৯ আগস্ট ২০২১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদী মুসলিম নারীদের অঙ্গ-সংগঠন) যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আমেলার (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলা সদস্যাগণ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের বায়তুর রহমান মসজিদ কম্প্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

সভাতে, হুযূর আকদাস লাজনা আমেলা সদস্যাদেরকে তাদের নিজ নিজ বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্বের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের বিভাগীয় কার্যক্রমের উন্নয়নে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে আমেলা সদস্যাদের নেতৃত্ব প্রদান করা উচিত — এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সকল দিক থেকে পদাধিকারীদের নিজ উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। যদি তারা তাদের দৈনিক নামায আদায়ে সক্রিয় হন, যদি তারা মরকযের (কেন্দ্রের) নির্দেশনা অনুসরণে নিয়মানুবর্তী হন, কেন্দ্রে অবস্থানরত আপনাদের নিজেদের আমেলার সদস্যাসহ, তবে আপনারা উত্তম ফলাফল লাভ করবেন। যদি তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত আমেলা সদস্যাগণ সক্রিয় হয়ে যান, তার অর্থ এই হবে যে, আপনাদের সদস্যদের অন্তত ৫০ শতাংশ বা ততোধিক অংশ আপনাদের কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে সক্রিয় হয়ে যাবেন। ... সুতরাং, আপনার নিজের 'বাড়ি' থেকে শুরু করুন, আর আপনার নিজের বাড়ি হলো আপনার মজলিসে আমেলা।"

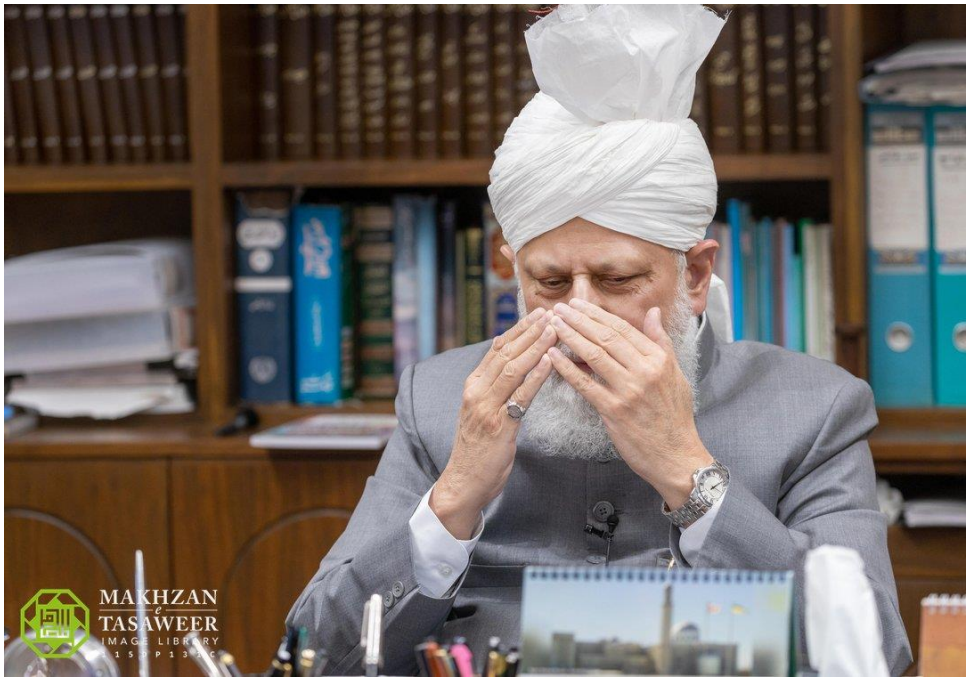

৭-১৫ বছর বয়সী মেয়েদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত নাসেরাত সেক্রেটারিকে হুযূর আকদাস দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, তিনি যেন সঠিকভাবে এ বিষয়টি পর্যালোচনা করেন যে, কতজন নাসেরাত তাদের পাঁচ বেলার নামায আদায় করছে এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করছে। তিনি বলেন যে, এমন কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত, যা তাদেরকে পবিত্র কুরআন নিয়মিত পাঠ এবং আরো ভালভাবে অনুধাবন করতে উৎসাহিত করে।

বহিঃসম্পর্ক বিভাগ (উমূরে খারেজা)-এর দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি সাথে কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“লাজনা উমূরে খারেজা বিভাগের পক্ষ থেকে ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে আপনাদের সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করার চেষ্টা করা উচিত এবং এ সকল অনুষ্ঠানে অমুসলিমদের আমন্ত্রণ জানানো উচিত। তখন তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কী এবং এর প্রসারে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবেন।”

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তে নব-দীক্ষিতদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি তরবিয়ত নও মুবাইয়াতের উদ্দেশে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“বিভিন্ন ব্যক্তির পটভূমির দিকে আপনার দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং তাদের এই পটভূমি অনুসারে তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রদানের চাহিদা পূরণের জন্য আপনার চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক নতুন বয়আতকারীর জন্য আপনি একই পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন না। যারা খ্রিস্টধর্ম থেকে এসেছেন, তাদেরকে পবিত্র কুরআন, হাদীস, মহানবী (সা.) এর জীবনের ইতিহাস-সহ আরো অনেক বিষয়ে অবহিত করতে হবে। ... এমন কিছু নবদীক্ষিত রয়েছেন, যারা বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছেন। মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা বয়আত গ্রহণ করেছেন, তাদের কেউ আরব, কেউ এশীয়, আবার কেউ ভারতীয়-পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত। সুতরাং, আপনাকে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পরিস্থিতি অনুসারে আপনার পরিকল্পনা সাজাতে হবে।”

মিডিয়া বা গণমাধ্যমের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারিকে হুযূর আকদাস বলেন যে, নারী সাংবাদিকদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত, যেন তারা (সাংবাদিকরা) ইসলামের বাণীকে অনুধাবন করতে পারেন।

সভার শেষ প্রান্তে, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর (সভানেত্রী) সাহেবা হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন যে, আহমদী মুসলমান তরুণ প্রজন্মকে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার উপায় কী।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনার দায়িত্ব কেবল মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া এবং তাদের জন্য দোয়াও করা। এমন হওয়া উচিত নয় যে, কিছু সময় পরে আপনারা হাল ছেড়ে দেন। যেহেতু তারা নিজেরা নিজেদেরকে আহমদী মুসলমান হিসেবে দাবি করেন ... তখন এটি আমাদের দায়িত্ব যে, আমরা তাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তে শামিল রাখতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করি, সেই পদ্ধতিতে যা আমাদের সাহিত্যে এবং বিশেষত, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং, তাদেরকে বলুন যে, এই হলো পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে শালীন পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দেয়। ... আরো অনেক নির্দেশ রয়েছে; পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়া, প্রভৃতি।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“তাদেরকে ভালোবাসা ও মমতার সাথে নম্রভাবে স্মরণ করাতে থাকুন। তাদেরও অনুধাবন করা উচিত হবে যে, আপনারা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আর আপনারা যা-ই করছেন তা তাদেরই কল্যাণের জন্য আর সমাজের ভ্রান্তিসমূহ থেকে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছেন। একবার যখন তারা এটি বুঝে যাবেন, তখন একদিন তারা আপনাদেরকে অনুসরণ করবেন। আর তাদের জন্য দোয়া করুন এবং কখনো হাল ছেড়ে দিবেন না। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে আপনাদেরকে অত্যন্ত অধ্যবসায়ী হতে হবে, এটিই আপনাদের দায়িত্ব। বস্তুত, এই আদেশটিই পবিত্র কুরআনে প্রদান করা হয়েছে যে, ‘তুমি তাদেরকে সতর্ক করো; কেননা, তুমি একজন সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই নও।’ এটিই মহানবী (সা.)-এর আদেশ যে, তাদের স্মরণ করাতে করতে থাকুন, পথ দেখাতে থাকুন। ইসলামের উত্তম শিক্ষাসমূহ তাদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন।”